দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

গঙ্গাচড়া (রংপুর) ঃ কক্ষের অভাবে রামদেব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান চলছে (ডানে) ও বাগডোহরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেড়া ছাড়াই একটি টিনের চালায় মাটিতে বসে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে (বামে) – ইত্তেফাক

গঙ্গাচড়ায় তিস্তার চরাঞ্চলে নানা সমস্যায়

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

গঙ্গাচড়া (রংপুর) থেকে সংবাদদাতা ॥ উপজেলার তিস্তার চরাঞ্চলে বিভিন্ন সমস্যার কারণে সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের কক্ষ, শিক্ষক ও আসবাবপত্র সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যায় চরাঞ্চলের সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জর্জরিত। উপজেলা অফিস সূত্রে জানা যায় উপজেলার ২শ'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে ৪৫ হাজার ৬২৯ জন। এর মধ্যে ৮৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৩ হাজার ৭৮৬ জন, ৭৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭ হাজার ১৪২ জন, ৪টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৩৮৭ জন, ২৫টি স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৮৯৮ জন এবং ১০টি এবতেদায়ী প্রাথমিক শাখায় ১ হাজার ৪১৬ জন। তিস্তার চরাঞ্চলসহ তীরবর্তী বিদ্যালয়গুলো নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে বার বার স্থানান্তরিত করায় সেগুলোর অবস্থা নাজুক হয়ে পড়েছে। চরাঞ্চলের অধিকাংশ বিদ্যালয়ই কাঁচা টিনশেড। প্রতিটি বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বসার বেঞ্চ সমস্যা প্রকট। পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। দু' একটি স্কুলে কাঁচা ল্যাট্রিন থাকলেও তা ব্যবহারের অনুপযোগী। প্রয়োজনে অন্যের বাড়ী থেকে পানি সরবরাহ করে থাকে। কক্ষের অভাবে রামদেব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পাঠদান কার্যক্রম চলছে। প্রধান শিক্ষক আব্দুস ছাত্তার জানান বিদ্যালয়টি নদী ভাঙ্গার কারণে ২ বার স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দক্ষিণ মৌভাষা আজাদিয়া বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৩ বার। বাগডোহরা-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গতবছর নদী ভাঙ্গনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে বেড়াছাড়া একটি টিনের চালায় মাত্র ১ জন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। জয়রাম ওঝা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫শ' জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক ৩ জন। প্রায় সব ক'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একই অবস্থা। বর্ষাকালে তিস্তা নদী পানিতে পরিপূর্ণ থাকায় যাতায়াতের অসুবিধার কারণে অনেক সময় শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ঠিক সময়মতো চালাতে পারেন না। বর্ষার কারণে বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকে। বর্তমানে এখানে স্কুলগুলোতে ৪৫ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে এবং নানা সমস্যার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।